● *ত্রিপুরা বিজ্ঞান কংগ্রেসের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে মাইগঙ্গা স্কুলের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র বাপন সরকারের হাতে সি ভি রমন পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি এস কে ট্যান্ডন। নিজস্ব ছবি।*

জ্ঞান পিপাসু যুব চিত্তকে নাড়া দিয়ে সমাপ্ত রাজ্যের প্রথম বিজ্ঞান কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি।। আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর : এক বুক আশা জাগিয়ে শুক্রবার শেষ হলো প্রথম ত্রিপুরা বিজ্ঞান কংগ্রেস। সুকান্ত একাডেমির মিলনায়তনে এদিন সন্ধ্যায় হলো এর সমাপ্তি অনুষ্ঠান।

সমাপ্তি অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে বিভিন্ন বক্তা নিজেদের অভিজ্ঞতা বলতে গিয়ে বলেছেন, 'প্রথমে আমাদের শঙ্কা ছিলো। আমরা উপযুক্ত তো বিজ্ঞান কংগ্রেস আয়োজন করার জন্য? কিন্তু এখন বলতে পারি, আমরাই পারি এধরনের অনুষ্ঠান করতে।'

দেশের মধ্যে মাত্র কয়েকটি রাজ্যে এধরনের রাজ্যভিত্তিক বিজ্ঞান কংগ্রেস হয়। যার মধ্যে কেরালা, পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু'র নাম রয়েছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে মণিপুরে বছর কয়েক আগে একবার শুধু হয়েছিলো বিজ্ঞান কংগ্রেস। পরে আর হয়নি। এবার হলো ত্রিপুরায়। আর রাজ্যে অনুষ্ঠিত বিজ্ঞান কংগ্রেস ধারাবাহিক রূপ পাবে — শুক্রবারের সমাপ্তি অনুষ্ঠান প্রত্যয় ভরা বুকে জানালো সে কথাও।

সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে কৃষিমন্ত্রী অঘোর দেববর্মা বলেছেন, এধরনের বিজ্ঞান কংগ্রেস সময়োপযোগী। বিজ্ঞান কংগ্রেস থেকে যেসব প্রস্তাব এসেছে তা কতটা বাস্তবে প্রয়োগ করা যাবে তা ভবিষ্যৎ বলবে। কিন্তু রাজ্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে এতো প্রস্তাব এসেছে সেটাই বড় প্রাপ্তি। সভ্যতার অগ্রগতির জন্যই বিজ্ঞানকে ব্যবহার করার উপর জোর দেন তিনি।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তরের সদস্য উপসচিব মিহিরলাল রায় বলেছেন, ৩১৩টি গবেষণাপত্র জমা পড়েছিলো এই বিজ্ঞান কংগ্রেসে। ২৫০০-এর বেশি ছেলে-মেয়ে অংশ নিয়েছে বিভিন্ন আলোচনায়। এটাই আমাদের প্রাপ্তি। রাজ্যের কোথায় কি চর্চা হচ্ছে বিজ্ঞান ক্ষেত্রে আমরা এতদিন জানতাম না। এই প্রথম সে সব সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া গেল।

বিজ্ঞান কংগ্রেসে সাতটি বিষয়ের উপর আলোচনা এবং গবেষণাপত্র আহ্বান করা হয়েছিলো। এই সাতটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে বেশ কিছু সুপারিশ করা হয়েছে রাজ্য সরকারের কাছে। এই সব সুপারিশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি জোর দেয়া হয়েছে রাজ্যের ছাত্র-ছাত্রীদের বাইরের ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষকদের সাথে যোগাযোগের সুযোগ করে দিতে হবে। এতে করে নিজেদের চিন্তা-চেতনার আদান-প্রদান ঘটবে। এছাড়া বন, মাটি, কৃষি, রাবার চাষ, স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা নিয়েও সুনির্দিষ্ট মতামত দেয়া হয়েছে এই বিজ্ঞান কংগ্রেস থেকে।

দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি এস কে ট্যান্ডন বক্তব্য রাখতে গিয়ে জানান, ত্রিপুরায় প্রথম বিজ্ঞান কংগ্রেস নিঃসন্দেহে একটা ইতিহাস। কিন্তু আমি অবাক হয়েছি — এ রাজ্যের যুব অংশের জ্ঞানের প্রতি ক্ষুধা দেখে।

সমাপ্তি অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তরের মন্ত্রী জয়গোবিন্দ দেবরায়। তিনি এই কংগ্রেস ভালোভাবে শেষ হওয়ায় সবাইকে ধন্যবাদ জানান। তেমনি বিজ্ঞান কংগ্রেসের ধারাবাহিকতা থাকবে বলেও জানান। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন শ্রীরাম তরণীকান্ত, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তরের কমিশনার জি এস রাও প্রমুখ।

যারা বিজ্ঞান কংগ্রেসে গবেষণা পত্র দিয়েছিলেন তাদের মধ্য থেকে সেরাদের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে পুরস্কৃত করা হয়।